প্রথম আলো

তারিখ 20 JAN 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

স্বাধীনতার পরে ১৫ হত্যাকাণ্ড ১৬ বছর পর প্রথম বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, আধিপত্য বিস্তার ও দরপত্রের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জের ধরে ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল শনিবার দুই পক্ষের সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে রাব্বি (১০) নামের বহিরাগত এক শিশু। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শাখার উপ-রেজিস্ট্রার ফারুক আহমদ জানান, ১৯৯৬ সালের পর থেকে গত ১৬ বছরে এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

ক্যাম্পাস-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে বিগত ৪২ বছরের ইতিহাসে ছাত্রসংগঠনগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত নিহত হয়েছে ১৫ জন। প্রতিটি সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডের পর গঠিত হয় তদন্ত কমিটি। তবে আজ পর্যন্ত কোনো হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনও আলোর মুখ দেখেনি।

বিভিন্ন সূত্রমতে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হত্যাকাণ্ডটি ঘটে ১৯৭৩ সালে। সে সময় শিক্ষক-ছাত্র-কর্মচারী সংঘর্ষে নিহত হন রঞ্জিত নামের এক ছাত্র। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে প্রায় এক মাস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ১৯৮৩ সালে। সে সময় রাজনৈতিক কোন্দলের জের ধরে চার শিক্ষার্থী প্রাণ হারান বুলেটের আঘাতে। এ হত্যাকাণ্ডের সূচনা ঘটে ওই বছরের ১১ জানুয়ারি প্রতিপক্ষের গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক এ টি এম খালেদ নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে। ওই ঘটনার জের ধরে পরদিন ১২ জানুয়ারি সংঘর্ষে বাকসুর তিন নেতা শওকত, ওয়াসী ও মহসীনকে প্রথমে বেধড়ক পিটিয়ে ও পরে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম প্রায় পাঁচ মাস বন্ধ ছিল।

১৯৯৩ সালে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে নিহত হন রেজাউর রহমান সবুজ নামের ছাত্রদলের এক কর্মী। তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল প্রায় দুই মাস।

১৯৯৪ সালে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ইফতার সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে কর্মচারীদের সংঘর্ষে এক কর্মচারীর কলেজপড়ুয়া ছেলে গাজী নিহত হন।

১৯৯৫ সালের ১৫ ও ১৬ ডিসেম্বর ছাত্রশিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহজালাল হল, জামাল হোসেন হল ও ঈশা খাঁ হলে সর্বদলীয় ছাত্র-ঐক্যের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সংঘর্ষে আলাউদ্দিন, শওকত, কবির ও জহির নামের চার শিবির কর্মী নিহত হন।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ চলে প্রায় ছয় মাস। এ সংঘর্ষ চলাকালে ৯ নভেম্বর বন্দুকধারীদের গুলিতে কো-অপারেটিভ মার্কেটে কামাল ও রঞ্জিত নামের দুই ছাত্র নিহত হন।

২০০১ সালের ২৩ নভেম্বর রাতে সাবেক বাকসু মিলনায়তন সম্পাদক হাসু গ্রুপের লিডার ও ছাত্রদল নেতা রেজাউল করিম হাসু সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন।

এভাবে একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটলেও আজ পর্যন্ত একটিরও বিচার হয়নি।